بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবাকেরাম রেজওয়ানুল্লাহ্ আলাইহিম আজমাঈনদের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ১৫ইফেব্রুয়ারী ২০১৯-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন :

আজ যেসব সাহাবীদের স্মৃতিচারণ হবে তাদের মাঝে প্রথম নাম হলো, হযরত খালেদ বিন কায়েস। হযরত খালেদ খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু বায়াযা-র সদস্য ছিলেন। তার পিতা ছিলেন কায়েস বিন মালেক। তার মাতার নাম ছিল সালামা বিনতে হারেসা। তিনি সত্তর জন আনসার সাহাবীর সাথে আকাবার বয়আতে অংশ নেন। হযরত খালেদ বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় সাহাবী হলেন হযরত হারেস বিন খাযামা। তিনি আনসার ছিলেন। তার ডাকনাম ছিল আবু বিশর। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। বনু আব্দিল আশআল-এর মিত্র ছিলেন। তার ডাকনাম ছিল আবু বিশর। হযরত হারেস বিন খাযামা বদর, ওহুদ, খন্দক এবং অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত হরেস বিন খাযামা ও হযরত ইয়াস বিন বুকায়ের এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তবুক-এর যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) এর উটনী হারিয়ে গেলে মুনাফিকরা মহানবী (সা.) এর ওপর এই আপত্তি করে যে, তিনি নিজের উটনীর খবরই জানেন না তাহলে ঐশী সংবাদ কীভাবে জানতে পারেন। মহানবী (সা.) যখন এই বিষয়টি জানতে পারেন তখন তিনি (সা.) বলেন, আমি সেসব বিষয়ই জানি যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অবহিত করেন। এরপর তিনি আরো বলেন, এখন খোদা তা'লা আমাকে উটনী সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে, তা উপত্যকার অমুক ঘাটি বা স্থানে রয়েছে। এক সাহাবীর স্মৃতিচারণে পূর্বেও এর কিছুটা উল্লেখ হয়েছে। যাহোক মহানবী (সা.) এর নির্দেশিত স্থান থেকে যে সাহাবী উটনী খুঁজে আনেন, তিনি ছিলেন হযরত হারেস বিন খাযামা। হযরত আলী-র খিলাফতকালে ৪০ হিজরী সনে ৬৭ বছর বয়সে মদীনায় তার ইন্তেকাল হয়।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন হযরত খুনায়েস বিন হুযাফা। মহানবী (সা.) দ্বারে আরকামে যাওয়ার পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত খুনায়েস সেসব মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা দ্বিতীয় বার হাবশা বা ইথিওপিয়ার দিকে হিজরত করেন। হযরত খুনায়েসকে প্রাথমিক মুহাজেরদের মাঝে গণনা করা হয়। হযরত খুনায়েস যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন হযরত রিফা বিন আব্দিল মুনযের-এর কাছে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত খুনায়েস এবং হযরত আবু আবস্ বিন জাবার এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। হযরত খুনায়েস বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা মহানবী (সা.) এর পূর্বে হযরত খুনায়েস-এর স্ত্রী ছিলেন বা তাদের বিয়ে হয়েছিল। বদরের যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফিরে আসার পর খুনায়েস অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি এই অসুস্থতা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি এবং কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করেন। তারপর আঁ হযরত (সাঃ) হযরত হাফসাকে বিবাহ করেন। মহানবী (সা.) হযরত খুনায়েসের জানাযা পড়িয়েছেন, আর তাকে হযরত উসমান বিন মাযঊনের পাশে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়েছে।

পরবর্তী সাহাবী, যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো- হযরত হারেসা বিন নোমান। তার ডাকনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ্। হযরত হারেসা বিন নোমান আনসারী সাহাবী ছিলেন। তার সম্পর্ক ছিল খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখার সাথে। তিনি বদর, ওহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন। তিনি অতি মহান সাহাবীদের একজন ছিলেন। ইবনে আব্বাস বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে, হারেসা বিন নোমান মহানবী (সা.) এর পাশ দিয়ে যান। তখন তাঁর কাছে জিবরাঈল বসেছিলেন। তিনি (সা.) তার সাথে ক্ষীণ কণ্ঠে কথা বলছিলেন। হারেসা তাদেরকে সালাম করেন নি। জিবরাঈল জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি সালাম করেন নি

কেন? মহানবী (সা.) পরে হারেসাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি যখন যাচ্ছিলে, তখন সালাম কর নি কেন? তিনি উত্তরে বলেন, আমি আপনার কাছে এক ব্যক্তিকে দেখেছি, আপনি তার সাথে ক্ষীণ কণ্ঠে কথা বলছিলেন।আমি আপনার কথার মাঝখানে কথা বলা পছন্দ করি নি, মহানবী (সা.)জিজ্ঞেস করেন, যে আমার কাছে বসেছিল তুমি কি তাকে দেখেছ? তিনি বলেন, জি হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, তিনি ছিলেন জিবরাঈল। আর জিবরাঈল বলেন, এই ব্যক্তি যদি সালাম করতো তাহলে আমি তাকে উত্তর দিতাম। এরপর জিবরাঈল বলেন, এ ব্যক্তি আশিজনের অন্তর্ভুক্ত। মহানবী (সা.)বলেন, আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করি যে, এর অর্থ কি? তখন জিবরাঈল বলেন, তিনি সেই আশিজনের একজন যারা হুনায়েনএর যুদ্ধে আপনার সাথে অবিচল ছিল। জান্নাতে তাদের এবং তাদের সন্তান-সন্ততির রিযক এর দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'লার হাতে।

পরবর্তী সাহাবী হলেন হযরত বশীর বিন সাদ। তার ডাকনাম ছিল আবু নোমান। তার পিতা ছিলেন সাদ বিন সালেবা। তিনি হযরত সিমাক বিন সাদ-এর ভাই ছিলেন। খাযরাজ গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। হযরত বশীর বিন সাদ অজ্ঞতার যুগেও লেখা পড়া জানতেন। এটি সেই যুগ ছিল যখন আরবে খুব কম সংখ্যক মানুষই লিখতে জানতো। আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে তিনি সত্তর জন্য সাহাবীদের অন্তর্ভু ক্ত ছিলেন। তিনি বদর, ওহুদ, খন্দকসহ বাকী সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন। মহানবী (সা.) সপ্তম হিজরীর শাবান মাসে হযরত বশীর বিন সাদের তত্ত্বাবধানে ত্রিশ ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি দলকে যুদ্ধাভিজানে ফাদাক বিন মুররার প্রতি প্রেরণ করেন। তাদের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। হযরত বশীর পরম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। অনুরূপভাবে সপ্তম হিজরীর শাওয়াল মাসে মহানবী (সা.) তাকে তিনশত ব্যক্তির সাথে ইয়েমেন এবং জওয়ার এর দিকে প্রেরণ করেন, যেই জায়গা ফাদাক এবং কারান উপত্যকার মাঝামাঝি অবস্থিত। এখানে গাতফান গোত্রের কিছু লোক উয়ায়না বিন হিন্স আলফারাদি-র সাথে একত্রিত হয়। এরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো। তাদের মোকাবেলা করে হযরত বশীর তাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দেন।

এক রওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত নোমান বিন বশীর বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু সম্পদ দান করেন। আমার মা আমরা বিনতে রাওয়াহা বলেন, যতক্ষণ তুমি মহানবী (সা.)-কে সাক্ষী না করবে, আমি একমত হবো না। আমাকে প্রদত্ত সম্পত্তি সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে সাক্ষী করার জন্য আমার পিতা মহানবী (সা.)-এর কাছে যান। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি কি তোমার সব সন্তানের সাথে সমান ব্যবাহার করেছ, অর্থাৎ সবাইকে এতটা সম্পদ বা সম্পত্তি দিয়েছ? তিনি উত্তরে বলেন, না। তিনি বলেন, খোদাকে ভয় কর আর তোমার সন্তানদের সবার প্রতি সমান ব্যবহার কর। আমার পিতা ফিরে আসেন আর সেই দান ফেরত নেন। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মহানবী বলেছেন, আমাকে সাক্ষী করো না, কেননা আমি অন্যায়ের সাক্ষী হই না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা অতি উত্তম পথ নির্দেশনা। তিনি বলেন, আমি মনে করি মহানবী (সা.)-এর এ কথা মূল্যবান জিনিসপত্র সম্পর্কে, ছোটখাট জিনিস সম্পর্কে নয়।

হুজুর আনোয়ার এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এক ছেলের অভিযোগের ভিত্তিতে কেন মহানবী (সা.) তার পিতাকে বলেছেন, হয় তাকেও ঘোড়া ক্রয় করে দাও অন্যথায় অন্যদের কাছ থেকেও ঘোড়া ফেরত নাও। এতে নিহিত প্রজ্ঞা হলো, যেভাবে সন্তানের জন্য পিতামাতার আনুগত্য করা আবশ্যক, একইভাবে পিতামাতার জন্যও সন্তানদের সাথে সমান ব্যবহার এবং সমানভাবে ভালোবাসা প্রদর্শন আবশ্যক। কিন্তু পিতামাতা যদি পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবহার করে, অর্থাৎ যদি একদিকে ঝুঁকে যায়, তাহলে সন্তান হয়ত নিজের পালনীয় দায়িত্বকে অবজ্ঞা করবে না, অর্থাৎ সন্তান হয়ত পিতামাতার প্রাপ্য দিতে থাকবে, কিন্তু দায়িত্ব পালনে অর্থাৎ পিতা-মাতার সেবায় কোন খুশি ও আনন্দ পাবে না, বরং এটিকে বোঝা মনে করে পালন করবে। অর্থাৎ ঠিক আছে, আল্লাহ্ তা'লা সেবা করতে বলেছেন, তাই করছি। কিন্তু সানন্দে করবে না। তিনি লেখেন, কিছু মানুষের এমন ব্যবহার সন্তানের জন্য ক্ষতিকর এবং প্রীতি ও ভালোবাসার জন্য ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে, যা সন্তান-সন্ততি ও পিতা-মাতার মাঝে হয়ে থাকে। এ কারণে ইসলাম এটি থেকে বারণ করেছে। কিন্তু যে ওসীয়্যত ও হেবা সন্তানের জন্য হয় না, বরং ধর্মের জন্য হয়ে থাকে - তা বৈধ। সন্তান-সন্ততি বা বৈধ উত্তরাধিকারীদের বাদ দিয়ে মানুষ এরূপ হেবা বা ওসীয়্যত করতে পারে কেননা সে নিজেও সেই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত থাকে। এতে একটি বোঝার বিষয় রয়েছে যে, একটি দায়িত্ব হয়ে থাকে সাময়িক, যা পালন করা আবশ্যক হয়ে থাকে। এর দৃষ্টান্ত এভাবে বুঝে নিন যে, ধরুন এক ব্যক্তির চার ছেলে রয়েছে। সে সবচেয়ে বড় ছেলেকে এম.এ পর্যন্ত পড়িয়েছে।

আর অন্যরা প্রাথমিক শ্রেণি সমূহে লেখাপড়া করার সময়ই তার চাকরি চলে যায় বা উপার্জন কমে যায়, যার ফলে ছোট সন্তানদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। এখন এই আপত্তি করা যাবে না যে, সে বড় ছেলের অনুকূ লে পক্ষপাতিত্ব করেছে, বরং এটি তো একটি দৈব বিষয়। এর বিপরীতে যদি কোন পিতা নিজের বড় ছেলেকে, যার নিজেরও পরিবার এবং সন্তান-সন্ততি রয়েছে, দুই হাজার টাকা দিয়ে এই বলে পৃথক করে দেয় যে, তুমি ব্যবসা-বাণিজ্য কর। কিন্তু যখন অন্য ছেলেদের ঘরে সন্তান-সন্ততি হয় তখন তাদেরকে যদি কিছুই না দেয় তাহলে এটি অবৈধ এবং বৈষম্যমূলক ব্যবহার হবে। যাহোক এই ইসলামী আইন সংক্রান্ত বিষয়টি বিশেষভাবে সম্পত্তির সাথে সম্পর্ক রাখে, যা সম্পত্তির বণ্টন বা হেবা করার সময় বা ওসীয়্যত করার সময় সবার সামনে রাখা উচিত।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর খিলাফতকালে হযরত বশীর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ এর সাথে ১২ হিজরীতে আয়নুত তামার এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং শাহাদতের সৌভাগ্য লাভ করেন। সপ্তম হিজরীর যিল ক্বদ মাসে মহানবী (সা.) যখন ওমরায়ে কাযা-র উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন তিনি অস্ত্রশস্ত্র আগেই পাঠিয়ে দেন আর বশীর বিন সাদকে সেগুলোর নিগরান নিযুক্ত করেন। ওমরায়ে কাযা সংক্রান্ত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হুজুর আনোয়ার বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির কারণে তখন ওমরা করা সম্ভব হয় নি। সন্ধির দফাগুলোর মধ্যে একটি ছিল মহানবী (সা.) পরবর্তী বছর মক্কায় এসে ওমরা করতে পারবেন আর তিন দিন মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন। এই দফা অনুসারে সপ্তম হিজরীর যিল-ক্বদ মাসে তিনি (সা.) ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় যাওয়ার সংকল্প করেন। আর ঘোষণা করেন যে, যারা গত বছর হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিল তারা সকলেই আমার সাথে যাবে। সুতরাং সপ্তম হিজরীতে ২০০০ সাহাবার সাথে তিনি (সা.) ওমরা করেন এবং খানা কাবা তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করেন। বলা হয়, মহানবী (সা.) যখন কাবা শরীফের হারামে প্রবেশ করেন তখন অন্তর্দাহের কারণে কিছু কাফেরের জন্য এই দৃশ্য দেখা ছিল অসহনীয়, তাই তারা পাহাড়ে চলে যায়। তারা পরস্পর বলছিল যে, এই মুসলমানরা আর কিইবা তাওয়াফ করবে, এদেরকে তো ক্ষুধা এবং মদীনার জ্বর পিষ্ট করে রেখেছে।

তিনি (সা.) সাহাবাদের বলেন, শক্তি প্রদর্শন কর, আর চাদর এমন ভাবে বাঁধো যে, তোমাদের দেহ যেন দুর্বল প্রতিভাত না হয়, বরং যেন দৃঢ় প্রতিভাত হয়, আর কাঁধ যেন প্রশস্ত দেখা যায়। এরপর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের সাথে প্রথম তিন তওয়াফে কাঁধ দুলিয়ে গর্বের সাথে হাঁটতে হাঁটতে তাওয়াফ করেন। আরবী ভাষায় এটিকে বলা হয় রমল। এই সুন্নত (রীতি) আজও বলবৎ রয়েছে আর কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, বর্ণিত আছে যে, আঁ হযরত (সা.) চারবার ওমরা এবং একবার হজ্জ করেছিলেন।

হযরত বশীর বিন সাদ প্রথম আনসার ছিলেন যিনি হযরত আবু বকরের হাতে সকিফা বনু সায়েদার দিন বয়আত করেছিলেন। সকিফা বনু সায়েদা কী? এটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হুজুর আনোয়ার বলেন, মহানবী (সা.) এর ইন্তেকালের পর এখানে সকিফা বনু সায়েদায় তাঁর (সা.) স্থলাভিষিক্ত কে হবে- এ প্রসঙ্গে বনু খাযরাজ এর একটি সভা হচ্ছিল। এ সভার সংবাদ হযরত ওমরকে দেয়া হয় আর একইসাথে বলা হয় যে, কোথাও মুনাফিক এবং আনসারদের কারণে কোন নৈরাজ্য না ছড়িয়ে পড়ে! তখন হযরত আবু বকরকে সাথে নিয়ে হযরত ওমর ফারুক সকিফা বনু সায়েদায় পৌঁছেন। সেখানে গিয়ে জানা যায় যে, বনু খাযরাজ খিলাফতের দাবিদার আর বনু অউস এর বিরোধিতা করছে। এদের উভয়টি ছিল মদীনার আনসার গোত্র। এমন সময় একজন আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)এর একটি উক্তি স্মরণ করান যে, শাসক কুরাইশদের মধ্য থেকে হবে, যা সেই বিতর্ক চলাকালে বেশিরভাগ মানুষের হৃদয়ে ঘর করে নেয়। আনসাররা তাদের দাবি প্রত্যাহার করে। আর সবাই তাৎক্ষণিকভাবে আবু বকরের হাতে বয়আত করে।

হযরত আবু মাসঊদ আনসারী বর্ণনা করেন যে, একবার আমরা হযরত সাদ বিন উবাদার বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। মহানবী (সা.) আমাদের কাছে আসেন। হযরত বশীর বিন সাদ তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আপনার প্রতি দরূদ প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো আমরা কীভাবে দরূদ প্রেরণ করব। বর্ণনাকারী বলেন যে, এই প্রশ্ন শুনে মহানবী (সা.) দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকেন। আমাদের মনে হলো, সে প্রশ্ন না করলেই ভালো হতো। কিন্তু এরপর মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা বলো, **আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা আলা আলে ইবরাহীমা ওয়া বারেক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহিমা ফিল**

আলামিন ইন্নাকা হামীদুম মাজিদ। আর সালাম কিভাবে করতে হয় তা তোমরা জান।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন
ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজিদ।

হুজুর আনোয়ার বলেন যে, আমি একটি দোয়ার এলান করতে চাই। সম্প্রতি বাংলাদেশে জলসার প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা চলছিল। জলসা নতুন জায়গায় হওয়ার কথা ছিল, তাদের এক শহর আহমদনগরে। নামধারী আলেম এবং বিরোধীরা অনেক হৈচৈ করেছে। প্রথমে তারা সরকারের কাছে জলসা বন্ধ করার দাবি উত্থাপন করে। আর সরকার দাবি না মানলে, দাঙ্গাবাজরা আহমদীদের বাড়িঘর এবং দোকানপাটে হামলা করে। কিছু ঘরে অগ্নিসংযোগ করে আর কিছু দোকান জ্বালিয়ে দেয় এবং লুটপাট করে। কিছু আহ্‌মদী আহতও হয়েছে। দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন সেখানকার পরিস্থিতিতে অনুকূল পরিবর্তন আনেন। আহতদের আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত ও পূর্ণ আরোগ্য দান করুন, তাদের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করুন, আর ভবিষ্যতে যখনই জলসার তারিখ নির্ধারিত হয় তারা যেন নিরাপদে জলসা করতে পারে।

হুজুর আনোয়ার বলেন, নামাযের পর আমি একজনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। এটি শ্রদ্ধেয়া সিদ্দীকা বেগম সাহেবার যিনি পাকিস্তানের দুনিয়াপুরের সাথে সম্পর্ক রাখেন। তিনি দক্ষিণ আমেরিকার মুবাল্লেগ ইনচার্য লাঈক আহমদ মুশতাক সাহেবের মা আর শেখ মুযাফফর আহ্‌মদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনি ১লা ফেব্রুয়ারি ৭৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, **ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন**। হুজুর আনোয়ার মরহুমার গুণাবলীর প্রসংশা করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে মাগফিরাত ও দয়ার আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তানদের তার পুণ্যকে জারী রাখার তৌফিক দিন, তাদের পক্ষে তার দোয়া সমূহ কবুল করুন।

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 15Th February 2019

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B